আলিমদের ওয়াজে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি, কেন?

বন্ধুগন,

১) অধিকাংশ আলিমের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও উদারতার অভাব অকল্পনীয়।

আলিমদের ধ্যান জ্ঞান হওয়া উচিত, আমি সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি সুতরাং আমার দায়িত্ব হলো, দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে যারা পথহারা তাদেরকে পথ দেখানো, জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করা। কিন্তু এ যুগের আলিমগন সম্পূর্ণ সাম্প্রতিক মনোভাব পোষণ করেন । তাঁদের নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের লোক এমনকি মুসলমানকে ও তাঁরা উদার মন নিয়ে পথ দেখান না বরং প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলেন।

২) আলিমগন নিজের দায়িত্বের চেয়ে অন্যের দায়িত্বের কথা বেশি চিন্তা করেন

সবাই মনে করেন, দলাদলি ও বিভক্তির জন্য আমি দায়ী না,বরং অমুক বা তমুক দায়ী। প্রকৃত কথা হলো,বিভক্তি ও দলাদলির জন্য সবাই কম বেশি অপরাধী। এমতাবস্থায় আলিমদের নিজের দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যরা আমার বিরুদ্ধে যাই বলুক,আমি সকলকে ভালবাসবো। সবাইকে আমার কাফেলার সাথী মনে করবো। সম্ভব হলে অন্যের ত্রুটি দেখলে উত্তম ভাষায় সংশোধন করবো। নইলে আল্লাহর দরবারে দুআ করবো। অন্যের ত্রুটি সংশোধন না হলে তার ত্রুটি সহ তাকে ভালবাসবো। তা না করে তদস্থলে যদি একে অপরের কর্মপদ্ধতি ও দোষত্রুটির সন্ধান,ছিদ্র অন্বেষণ, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি আবিষ্কার ও প্রচারে ব্যস্ত থাকি তাহলে এটা ওয়াজ বা দাওয়াত না। এটা সম্পূর্ণ হিংসা জিঘাংসা বৈ কিছুই না। এর ফল পুরো দেশ ও জাতি ভোগ করবে।

৩) আলিমদের উচিত,প্রথমে নিজেকে তারপর পরিবারকে সংশোধন করা।

এরপর টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সফর করা। অধিকাংশ আলিম তাঁর পরিবার, প্রতিবেশীর সংশোধনকে গুরুত্ব না দিয়ে বহিরেলেকায় ওয়াজ করে কাড়ি কাড়ি টাকা উপার্জন করে গাড়ী বাড়ী করেন। ,এ নিয়ে পরিবার প্রতিবেশী তাঁকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে। কানাঘোষা করে। কারন তারা জানে, তাঁর ব্যবহার, চরিত্র, পরিবার ও প্রতিবেশীর

অধিকার ইত্যাদি রক্ষায় তিনি শতে জিরো। একজন আলিমের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কাছের লোক দূরের লোক থেকে বেশী ওয়াকেফহাল। তাঁর ওয়াজ আওয়াজ হয়ে যায়।

৪)আলিমগন বর্তমান সমাজনীতি, পারিবারিকনীতি, রাষ্ট্রনীতি,অর্থনীতি, রাজনীতি, বৈদেশিক নীতি, ব্যবসা বানিজ্য, শরয়ী আইন প্রয়োগ সম্পর্কে লেখা পড়া কম করে,কম জানে। এমতাবস্থায় এসব নিয়ে কথা বলে অজ্ঞতা প্রকাশ করে হাসির খোরাক হওয়া উচিত না।

৫) আলিমদের উচিত, মানব সেবায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করা। মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকা। আত্মকেন্দ্রীক কোন জাতি বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। আলিমগন এ কাজে শতে শূণ্য। এ জন্য ওয়াজ থেকে মানুষ দূরে সরে যায়।

৬) আলিমদের উচিত, কোন সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়া থেকে দূরে অবস্হান করা। না হয় আত্ম মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে।

সরকার বলবে, আমরা তো আলিমদেরকে ডাকিনি,তারাই আমাদের কাছে ধর্ণা দিয়েছে অমুককে ঠেকানোর জন্য। এমন লজ্জাজনক কথায় আলিমদের আত্ম মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়।

৭) দাওয়াতী কাজ বাদ দিয়ে কোনো দলের আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে আলিমগন কথা না বলে ঐ দলের আদর্শ উদ্দেশ্য,তাদের ধারালো লিখনীর বিপরীতে নিজেরা ধারালো লেখা রচনা করা উচিত । সে যোগ্যতা না থাকলে শুধু পরিবেশ বিষাক্ত করলে হীতে বিপরীত হবে।

৮) আলিমদের অনেকের কাছে বর্তমান সব চেয়ে বড়ো সমস্যা হলে,মওদূদী ফিতনা।

এটা সঠিক না। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমানে বড়ো ফিতনা হলো, নিজেদের মধ্যে আত্ম কোন্দল। এ আত্ম কোন্দল দীর্ঘায়িত হলে মওদূদী রহ এখন তাদের ঘরের বারান্দায় এসে গেছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘরে ঢুকে পড়বে।মানুষ তার সন্তানকে মদ- জোয়া, গ্যাং

পার্টি, নেশা,উশৃংখল আচরণ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি বিশ্বস্ত নিরাপদ আশ্রয় খোজে। আলিমগন নিজের সন্তানকেই এগুলো থেকে রক্ষা করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঐ মওদূদী ফেতনার করিডোরে তাদের সন্তানদের আশ্রয়স্হল খোজে পায়। এটি পরীক্ষিত। আর আল্লাহ তালার সুন্নাত হলো,তিনি অযোগ্য অপদার্থ জাতিকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে যোগ্য ও মজলুমকে জাতির নেতৃত্ব হস্তান্তর করেন। (সূরায়ে তওবা)।

বন্ধুগন,

আলিমদের ওয়াজে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি, অশান্তি বেশি। দেশ ও জাতির অকল্যাণ বেশি। এর কিছু কারন আপনাদের খেদমতে পেশ করলাম। আগামীতে আরো লিখবো ইনশাআল্লাহ। পোস্টটি শেয়ার করুন এবং মূল্যবান মতামত জানান। জাঝাকুমুল্লাহ।

https://www.facebook.com/share/p/18Qw5nYjW2/